চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৪.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নগরীর ভাঙা সড়ক সংস্কার করতে হবে: মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর ভাঙা ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। ভারী বর্ষণ ও বিভিন্ন সেবা সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এসব সড়ক নগরবাসীর দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে উল্লেখ করে মেয়র বলেন, “এই সড়কগুলো দ্রুত সংস্কার করতে হবে। জনদুর্ভোগ যেন আর না বাড়ে। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল বিভাগকে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে।”সোমবার (৪ আগস্ট) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে সড়ক সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসন বিষয়ক সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাদের তিনি এ নির্দেশ দেন। সভায় তিনি চসিকের প্রকৌশল বিভাগের পুরকৌশল উপ-বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগের কাছে তাদের স্ব স্ব জোনের অবকাঠামোগত সমস্যা ও

জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সংস্কার কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। নগরবাসীকে ভোগান্তি থেকে মুক্তি দিতে আমরা দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেব। সড়ক সংস্কার কাজে গাফিলতি বরদাশত করা হবে না। জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে দ্রুত এবং মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করতে হবে। যেসব ঠিকাদার ঠিকমতো কাজ করছেন না, তাদের ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল করুন। কোনো প্রকৌশলী দায়িত্বে ফাঁকি দিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিন। যদি লোকবল ঘাটতি থাকে, তবে নতুন নিয়োগের ব্যবস্থা করুন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে দ্রুত সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করুন।”মেয়র আরও বলেন, “সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে ব্যবহৃত বিটুমিনসহ সকল নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করতে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাতে হবে। কোনো ঠিকাদার যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে নিম্নমানের মালামাল সরবরাহ করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে মামলা করুন। কাজের মান বজায় রাখতে কোনো প্রকার আপস করা যাবে না।”তিনি বলেন, “নগরীতে জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকটা কমে এলেও সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত ও জোয়ারে কিছু এলাকায় পানি উঠেছে। নালা-নর্দমা উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশনের পথগুলো সচল রাখতে কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।”সভায় মেয়র শহরের নিরাপত্তা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুরাদপুর-লালখান বাজার ফ্লাইওভারের নাট-বল্টু চুরি ও সবুজায়নের জন্য তৈরি নিরাপত্তা বেষ্টনী অপসারণের ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “ফ্লাইওভারের নাট-বল্টু খুলে ফেলা এবং সুরক্ষা বেষ্টনী চুরির ঘটনায় কিশোর গ্যাং ও মাদকসেবীরা জড়িত রয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর নজরদারি করতে হবে। পাশাপাশি, এসব তরুণদের কাউন্সেলিং ও পুনর্বাসনে প্রশাসনকে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।”সভায় চসিক প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, আনোয়ার জাহান, রিফাতুল করিম, তাসমিয়া তাহসিন, মাহমুদ শাফকাত আমিন, শাফকাত বিন আমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মশার প্রকোপ না কমা পর্যন্ত ক্রাশ প্রোগ্রাম চলবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

নগরবাসীকে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে মশার প্রকোপ না কমা পর্যন্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম চলমান থাকবে । সোমবার (৪ আগস্ট) বিকালে আগ্রাবাদ কমার্স কলেজের সামনে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে মশক নিধন কার্যক্রম ও জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমে এ কথা বলেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।মেয়র বলেন, “আগামী চার মাসে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত লার্ভিসাইড এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ফগিং কার্যক্রম চলবে। মশার লার্ভা ধ্বংসে শিকাগো শহর থেকে আনা বিটিআই (Biological Larvicide) নামক ওষুধও প্রয়োগ করা হবে।”তিনি জানান, পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মকর্তাদের মোবাইল নম্বরসহ ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, “এলাকার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সমস্যায় উনাদের সাথে যোগাযোগ করুন। রপরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাজ তদারকি করুন। জনগণের সেবক হিসেবে যেন তারা গাফিলতি না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।”ডা. শাহাদাত বলেন, “ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য। বাসাবাড়িতে জমে থাকা পানি অপসারণ, প্লাস্টিক-কর্কশিটসহ অপচনশীল বর্জ্য সঠিকভাবে ফেলার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে হবে। জলাবদ্ধতারও অন্যতম কারণ এসব অপচনশীল বর্জ্য।”

তিনি বলেন, “মশার প্রজনন রোধে কোথাও ডাবের খোসা, বালতি বা নির্মাণ সামগ্রী উন্মুক্ত রাখা যাবে না। এতে পানি জমে এডিস মশার লার্ভা জন্মায়। বাসায় টব কিংবা বালতিতে দুই-তিন দিন পানি জমিয়ে রাখা যাবে না। খোলা জায়গায় টব রেখে পানি জমালে সেখানেও লার্ভা জন্মায়।”মেয়র জানান, ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ সংগ্রহ করা হয়েছে। নগরীতে বর্তমানে মশার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে দুইবার করে মশকনিধনের ওষুধ ছিটানো হচ্ছে। “আমি নিজেই মাঠ পর্যায়ে ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছি এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছি,” বলেন মেয়র।নগরীর সড়কগুলোর অবস্থার বিষয়ে মেয়র বলেন, “টানা দুই মাসের ভারী বর্ষণে নগরীর অনেক সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছয়টি জোনে ভাগ করে প্রতিটি জোনে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে মেরামত কাজ শুরু হয়েছে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে কাজের গতি কিছুটা কমে গেছে। তবুও আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি যাতে জনগণ দুর্ভোগে না পড়ে।”জলাবদ্ধতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা একসময় অভিশাপ ছিল। আজ আমরা ৫০-৬০ শতাংশ জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি। বাকিটুকু সমাধানে খাল খনন, ড্রেন সংস্কার এবং সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।”তিনি জানান, নালা-নর্দমায় সেন্সর প্রযুক্তি সংযোজনের পরিকল্পনাও রয়েছে যাতে ভবিষ্যতে দ্রুত সমস্যা শনাক্ত ও সমাধান করা যায়। “সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ওয়াসা—সব সার্ভিস অরিয়েন্টেড সংস্থাগুলোকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করছি,”—বলেন তিনি। শেষে মেয়র বলেন, “আমি আশাবাদী, মশক নিধন কার্যক্রম এবং নগর উন্নয়ন কার্যক্রমে চট্টগ্রামবাসীর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। একসঙ্গে কাজ করলে আমরা একটি ক্লিন, গ্রিন, হেলদি এবং সেফ চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে পারব।” এসময় উপস্থিত ছিলেন ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি,, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, সাবেক কাউন্সিলর জয়নাল আবেদীন, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ), আবদুল বাতেন,জামাল উদ্দিন,শেখ ইয়াসিন চৌধুরী নওশাদসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮